

825

165

× 5

825

82

907

ବ୍ରହ୍ମାହ୍ନ ଏକ୍ରତି ।



“ବ୍ୟାଧିତା” ଏକେତା—

ଶ୍ରୀଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମାହା

2007
5

ଆନା ।

* ओ३म् *

पुस्तक की संख्या.....200

पुस्तकालय-पञ्जिका-संख्या.....2

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है ।
कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने
पास नहीं रख सकता । अधिक देर तक रखने के लिये
पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये ।

ব্রহ্মাচ্ছন্ন প্রকৃতি।

“ব্যথিতা” প্রণেতা—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সাহা-প্রণীত

দ্বিতীয় নাথ সাহা .

২০

মূল্য মাত্র ৮০ আনা।

প্রকাশক
ভূদেব পাবলিসিং হাউস
কলিকাতা।

“বুধোদয় প্রেস”

৪৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়।



লিকাত
যায় ।

অ
প
হিমা
দা

বৈ
নং

১লা

ভূমিকা ।

অতি ক্ষুদ্র বট-বৃক্ষের বাজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষের
 ওপত্তি হয় তদ্রূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সারাৎসার পরব্রহ্মের
 হিমা কীৰ্ত্তিত হইল । এখন ভগদত্ত স্তব্ধবন্দ পুস্তিকাখানি
 যাদের গ্রহণ করিলে তৃপ্তিলাভ করিব ।

বৈষ্ণৱ সাহা হাউস
 ৮ নং টালোগঞ্জ রোড
 কলিকাতা
 ১লা মাঘ ১৩৩১

}

বিনীত।—
 শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সাহা ।

বি
গাণ
দয়ের
হল
কুব
ন ;
ন ।
পাদা
প্তির
কটি
র্থাৎ
ভু
ন
ত্রাপ
প
ন
ত

ব্রহ্মাঙ্গন প্রকৃতি ।

বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা ও মাধুরীর মধ্যে অবস্থানে মুগ্ধ-
 গাণ-ঋষি-হৃদয়ের দ্বার উদঘাটিত হইয়া গিয়াছিল তাই তাঁহার
 দয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধ্বনিত হইয়া-
 ছিল “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” । এক অচিন্ত্য অনাদি অক্ষয়
 পুরুষ সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিতে ওতপ্ৰোত ভাবে বর্তমান রহিয়া-
 ছেন ; কেবল মাত্র তাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ-
 হইল । প্রকৃতি কি ? না “প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ ।” যে
 পাদানে এই জগৎ নিম্নিত হইয়াছে তাহারই নাম প্রকৃতি ।
 সৃষ্টির পূর্বের জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল ; এইজন্য প্রকৃতির
 কটী নাম অব্যক্ত । অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি ; তিনি
 অর্থাৎ সেই শ্রীশত পুরুষ জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অব্যক্তকে
 ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ যাহা কিছু এই সমুদায় তাহা সৃষ্টি করি-
 লেন এবং সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন ।
 ব্রহ্মপনিষৎ বলেন :—

প্রজাপতির্ব্বা একোহগ্রেহতিষ্ঠৎ স

নারমতৈকঃ সোত্তানমভিধ্যাত্য বহ্বীঃ প্রজা অসৃজত—

তা অশৌ বা প্রবুদ্ধা অপ্রাণাঃ স্থানুরিব তিষ্ঠমানা অপশুৎ ।

চরাচর সৃষ্টির আগে কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই বর্তমান ছিলেন। তখন তিনি একাকী আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। সেই হেতু নিজে নিজেই “আমি বহুপ্রকার ভাবাবস্থা উপর বা বিকাশ হইব।” এই মনে করিয়া দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ ইচ্ছা অনুসারেই তিনি নানাবিধ রূপ বিশিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনিই সেই প্রজাদিগকে পাবাণের মত চেতনা শূন্য, অন্তঃকরণ শূন্য, প্রবিচ্যুত শূন্য এবং কাষ্ঠের মত নিশ্চল দেখিতে পাইলেন।

“স নারমত সোহমগুঠৈ তাসাং প্রতি বোধনায়াভ্যন্তরং নপে
বিবিশামি তি

স বায়ুরিবা ত্মানং কুদাহভ্যন্তরং প্রাবিশং ।”

সেই প্রজাপতি নিজ-স্বষ্ট প্রজাদিগকে এইরূপ দর্শন করিওনন্দর পুনরায় সন্তুষ্ট লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মৎসর্য করিলেন এই প্রজাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের জগ্য আমি ঐহ্যবাসিদের সমস্ত দেহে প্রবেশ করিব। তখন তিনি নিজে প্রাণ-ব্যরঙ্গম স্বরূপ হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনি লীলাময়। এই বিশ্ব তাঁহার লীলাভূমি। যাবতীসমস্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান চরাচর মধ্যে তাঁহার লীলা স্ফূর্তিত হইজ্বরিত আছে। এই অনন্ত সৃষ্টিনিচয় তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়ঙ্গায়ে তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে আবার তাঁহাতেই লীন হইতেছে যায়,

বর্তমান অর্থে ? 'না' সে যাহা তাহাই থাকিয়া বাইতেছে যাহার
 পাশ্বে একমাত্র অনন্তের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নাই তাহার
 ভাব্যতার লীন কি ? যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রকৃতি
 , মনুষ্যত্ব ইচ্ছায় কল্পিত হইয়াছে । একমাত্র অদ্বিতীয় 'ভূমি' বাহ্যে
 ঐচ্ছিক অন্তরে বিবাজিত সূতরাং সমুদায় সৃষ্টিনিচয় তাঁহাকেই অব-
 স্ত ত্যাগ করিয়া রহিয়াছে । তিনি পূর্ণ সূতরাং তাঁহা হইতে
 গুণ্য, প্রবিচ্যুত হইয়া ও তাঁহার বাহিরে কাহারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে
 না । জলে চন্দ্রবিশ্বের প্রতিবিশ্ববৎ তিনি আপনাকে এক ও বহু-
 সূতরাং রূপে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার রূপের কি অন্ত আছে ?
 বিশাখিতিনি আপনাকে কত রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে ও শব্দে বিকাশ
 করিতেছেন । যন বিদ্যুৎ তরুলাতা আচ্ছাদিত দুর্গম গিরি-
 ন করিষ্কন্দর প্রবাহিত নির্বারিণীর বাবার ক্রন্দনে তাঁহাকে যেন দ্রবীভূত
 নি মদ্রুণাক্রমে এবং গিরি বন্ধুর পথ নিঃসৃত কুলু কুলু রবকারিণী
 মি ঐহবাবিণীতে তাঁহাকে প্রেমময়ী রূপে প্রতিয়মান হয়, উভাল
 প্রাণ-ব্যরঙ্গমালা সমাকার্ন ভাষণ গজ্জনকারী অসীম সিদ্ধিতে তাঁহার
 বরাটহ ও ভীম ভৈরব মূর্তি দৃষ্ট হয় ; তিনি স্পর্শম্পর্শ মৃদুল
 যাবতাস্ত সমারণে আবার প্রলয়ের সহচর ভাষণ প্রভঞ্জন, তিনি
 যত হইঞ্জরিত কুঞ্জ-কাননে, ভূধরে, তরুলতায়, অনলে, সলিলে,
 হইয়ঙ্গতে, কুসুমে, ফলে, চন্দ্রে, সূর্যো, গ্রহে, তারকায়, নীহারি-
 ষ্টতেছে য়, আকাশে, মেঘে, বিদ্যুতে, মণি, মাণিকো, মধুতে, অমৃতে,

খনিজ পদার্থে, খাচ্ছে ও খাদকে, নবদূর্বা মণ্ডিত শ্যাম প্রান্তে
তপ্ত বালুকাময় চির তৃষিত মরুভূমিতে, মানবে ও পশু
পক্ষীতে, তিনি প্রাণে প্রাণরূপে, অন্নে অন্নরূপে তিনি যৌক
শ্রীমণ্ডিত অনুপম সুন্দরী রমণীতে, শুভ্র যুথিকা পুষ্পের মা
শিশুর মাধুর্য্যে ও সারল্যে, পত্নীর প্রেমে, ভ্রাতা ও বন্ধুর স্নেহে
ও সখ্যতায়, মাতাপিতার স্নেহ বাৎসল্যে, পুত্র কন্যার ভক্তির্শনে
বিশ্বাসে, তিনি দয়ায়, মায়ায়, করুণায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ক্ষমায়
পাপে, পুণ্যে, প্রেমে, সংগ্রহে ও সদাচারে দেব-মূর্তিতে বিরাজ
মান রহিয়াছেন। সমুদায় স্বাবর জঙ্গম তাঁহার ব্যাপক হইয়েন
স্থিতিঃ ঘোষণা করিতেছে। এইখানে গীতার সেই অমূল্য
মহতী বাণী স্মরণ হয়, শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা”

গীতা ৯।৪

অর্থাৎ আমি অব্যক্তরূপে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনি গণাইব”

গীতা ৭।৭

যেমন সূত্রে মণিসকল গাঁথা থাকে সেইরূপ এই নিখিল বিউঠে
প্রকৃতি আমাতে প্রণীত রহিয়াছে।” এমন সুন্দর সত্য উদয়
হরণ আর কোথায় আছে। সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ঢাককর
ঝপ্ ঝাপ্ করিয়া অবিরল বারি বর্ষণ হইতেছে, মধ্যে মধ্যে

প্রাপ্ত বিজলী চমকাইতেছে, দিন রাত্রির প্রভেদ করা যায় না, কামা-
 ও পান্নের ধ্বনির মত গুরু গম্ভীর শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে মেদিনী
 যৌবন শিহরিয়া উঠিতেছে। শিলাপাত ও প্রবল বেগে ঝটিকা
 প্রবাহিত হইতেছে। জীব—প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।
 র মেঘায়! আর বৃষ্টি বন্ধ হইল না। এ সময় তিনি রুদ্ধ-মুণ্ডিতে
 ভিক্ষা দেন। আবার নীল আকাশে শুভ্র মেঘের তরণীতে যে
 ক্ষমার দেবী কমল, মৃণাল, শেফালিকা, কল্মীদল, কাশগুচ্ছ ও নূতন
 বিরাজমানের মঞ্জুরী এবং তাহার মিষ্ট গন্ধ লইয়া হাসিমুখে উপস্থিত
 পক্ষ হইলেন, তখন তিনি মা লক্ষ্মীরূপে দর্শন দান করেন। যাঁহার
 অমূল্যাম মাধুরী মণ্ডিত অঙ্গে স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রের অঞ্চল ও রজতো-
 জ্বল জ্যোৎস্নার ওড়না বিকি মিকি করে। আবার যখন তরু-
 মতা নূতন পত্র পল্লবে ও মুকুলে, পুষ্পে বিভূষিত হয়; সৌবতে
 ৯৪ বসুন্ধরা আমোদিত হয়; ভ্রমর মধুমক্ষিকা গুন্ গুন্ স্বরে গান
 করিতে থাকে; মলয় সমীর চন্দনের গন্ধ বহিয়া আনে,
 কুসুমিত পত্র পল্লবের মধ্য হইতে যখন কোকিল “কু—উ” রবে
 ৯৭ অধীরভাবে ডাকিতে থাকে তখন ভক্তবিরহী প্রাণ জাগিয়া
 খল বিউঠে। তখন তিনি প্রেমময় প্রিয় রূপে দর্শন দেন। এইরূপ
 তা উদয়ড ঋতুতে তিনি ষড়রূপে ও ভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত
 দ চাক করেন। মানুষ যেমন নিজের হৃদয়োথিত সঙ্গীতে নিজের
 ধা মনোদয়কে শান্তি ও তৃপ্তি প্রদান করে তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্ম তাঁহার

সৃজিত বাবতীয় স্বাবর জগৎমাতৃক প্রকৃতিতে নিজ নাম, রূপ
 গুণ আরোপিত করিয়া নিজে অতান্দ্রিয় ও অরূপ রহিয়া
 ভোগ করিতেছেন। কুণ্ডলিকাচ্ছন্ন প্রভাত বলিলে যেমন কুণ্ড
 লিকা বলিয়া কোন সূক্ষ্ম জলীয় পদার্থ বুঝায় কিন্তু প্রভা
 বলিয়া কোন বস্তু নাই, তাহা যেমন অবস্তু, সেইরূপ ব্রহ্ম সদ্ভূয়।
 ও নিত্য, প্রকৃতি কল্লিত ও অনিত্য। অনন্ত শক্তি পরব্রহ্মাকান
 ইচ্ছায় এই প্রকৃতি প্রত্যক্ষমান। যেমন সূত্র দ্বারা বস্ত্র নির্মিত
 হয়, বস্ত্র হইতে সূত্র বাদ দিলে বস্ত্র বলিয়া কিছুই থাকে না
 তদ্রূপ এই বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে বাদ দিলে প্রকৃতি বলিয়া
 কিছুই বাকি থাকে না। সেই ব্রহ্ম তিনি “মহতো মহীয়ান” অর্থাৎ
 বৃহত্তম হইতেও বৃহৎ, “অনুরণীয়ান” অর্থাৎ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম
 অনু হইতেও অনু। তিনি জলমধ্যস্থ কুন্ডের মত এই বিশ্ব
 প্রকৃতিকে ভিতর বাহির আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। মৈত্রয়রূপ
 পানিষদের ঋষির প্রার্থনায় বলি :—

৫ং ব্রহ্মা ৫ং চ বৈ বিষ্ণুস্তং রুদ্রস্তং প্রজাপতিঃ ।

অগ্নিঃ সর্বকণো বায়ুঃ স্তম্ভঃ নিশাকরঃ ॥

তুমি হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই রুদ্র ও প্রজা
 পতি তুমিই অগ্নি, বরুণ এবং বায়ু, তুমিই ইন্দ্র ও চন্দ্র ।

আবার বলি :—

রূপ

ব্রহ্মাঙ্কর প্রকৃতি

৭

রা স্ব

ন কু

প্রভা

স স

রব্র

নির্মি

ক

বলি

অর্থ

সূক্ষ

ক বি

মৈত্র

বশ্বে

কীড়া

হৃদ

প্রজ

“হমনস্ত্বং বমনস্ত্বং পৃথিবী ত্বং বিশ্বং খমথাচ্যুতঃ ।

স্বার্থে স্বাভাবিকার্থে চ বহুধা সংস্থিতি স্তুয়ি ॥”

তুমিই সকলের উপজীব্য এবং তোমাতেই সকলের বিলয়

সহ্য । তুমিই বম, তুমিই পৃথিবী, তুমিই চরাচর বিশ্ব, তুমিই

রব্রহ্মলোকাকাশ এবং তুমিই অচ্যুত । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ

নির্মিষ্টপুরুষার্থে এবং স্বভাবানুযায়ী অর্থে লোকের যে নিষ্ঠা দেখা যায়

ক নাহা বহু প্রকারে তোমাতেই অবস্থিত ।

গভীরভাবে আবার বলি :—

“বিশ্বেশ্বর নমস্তভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মান্বকুৎ ।

বিশ্বভূম্বিশ্বমায়ুস্ত্বং বিশ্বক্ৰীড়ারতি প্রভুঃ ॥”

হে বিশ্বেশ্বর ! তোমাকে প্রণাম করি । তুমি বিশ্ব-

মৈত্ররূপ এবং তুমিই বিশ্বরূপ কার্যের অনুষ্ঠানকারী । তুমিই

বশ্বে ভোক্তা, তুমিই সকলের প্রাণ স্বরূপ, তুমিই সর্বপ্রকার

কীড়া ও রতিতে সমর্থ !

হৃদয়ের সমস্ত দ্বার খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া আবার ডাকি :—

“নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহ তমায় চ ।

অচিন্ত্যায়্য প্রমেয়ায় অনাদিনিধিনায় চেতি ॥”

কূটস্থ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার । তুমি বাক্যের অগো-

চর বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, তুমি নিত্য বিদ্যমান

এবং স্বয়ং প্রকাশ তোমাকে নমস্কার করি ।—হরিঃ—ওঁ !!

ভূ

পুস্তকে

পুস্তাঙ্গ

পারিব

ভাল

ক্রাউন

সামাজি

আচার

বিবিধ

২য় ভা

তথ্যলব্ধ

বাপাল

ঐতিহ্য

ইংলণ্ডে

রোমের

শিক্ষা

প্রাকৃত

ভূদেব

ভূদেব

ভূদেব

ভূদেব

”

”

ভূদেব পাবলিসিং হাউসের পুস্তকাবলী

পুস্তকের নাম	মূল্য
পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১০
পারিবারিক প্রবন্ধ (দশম সংস্করণ)	
ভাল ছাপা ভাল বাধা ডবল ক্রাউন আকারে]	১১০
সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	১১০
আচার প্রবন্ধ (৩য় সংস্করণ)	১
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ	৫০
২য় ভাগ [তত্ত্বের কথা প্রতিতি]	১
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	১০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	১০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [৫ম সং]	১০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (৭ম সং)	৫০
রোমের ইতিহাস	৫০
শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব	১
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	১
ভূদেব গ্রন্থাবলী (বাধান)	১০
ভূদেব চরিতং	১১০
ভূদেব চরিত প্রথম ভাগ	২
" দ্বিতীয় ভাগ	২
" তৃতীয় ভাগ	২

পুস্তকের নাম	মূল্য
[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	১০
সদালাপ নং ১ (সচিত্র)	১
ঐ নং ২ ঐ	৫০
ঐ নং ৩ ঐ	৫০
অনাথবন্ধ [উপন্যাস]	১১০
নেপালী ছত্রি (সচিত্র)	৫০
হিন্দুকণ্ঠহার	১
একাদশীতত্ত্ব (দেবনাগর অক্ষরে)	১
৩ইন্দিরা দেবী প্রণীত—	
শেষদান (গল্পের বই)	১১০
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত—	
হারানো খাতা (উপন্যাস)	২১০
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	
অংশুমতী (উপন্যাস)	১৫০
তুই ব্যাই ঐ	১
মণিমহেশ ঐ	১
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় ।	
৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।	

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রাচীনতম মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়
প্রতিষ্ঠিত ও সন্দর্জন পরিচিতি সাপ্তাহিক পত্র

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ চলিতেছে। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার বাহির হয়। অত্র
বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। বাৎসরিক মূল্য ১৫- সাত টাকা এবং ত্রৈমাসিক
১ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যা এক আনা মাত্র।

ত্রি বর্গের চিত্র সহ মাসিক পত্রিকার ধরণের অতি সুন্দর সাপ্তাহিক পত্র
যদি সমাজতত্ত্ব, ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ, বিচিত্র
সরস গল্প ও কবিতার রচনাসমাদানে ইচ্ছুক হয়েন, যদি বিশ্বের খবরাখবর
এবং ভ্রমণ কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
পরীক্ষার ফল জানিতে চাহেন, তাহা হইলে কালক্ষেপ না করিয়া আজ
ইহার গ্রাহক হউন।

বুধোদয় প্রেস

আমাদের এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ভাষায় পুস্তক, প্রীতি
উপহার, চেক, দাখিলা, নিমন্ত্রণ-পত্র, কার্ড, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রভৃতি
প্রেসের বাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে
সুন্দর রঙ্গীন এবং হারফটোন ছবি প্রভৃতি উত্তম কার্য্যও হইয়া থাকে
উচ্চাঙ্গের (High Class) কার্য্যের জন্য পত্র লিখিলে নমুনা পাঠান হইবে
মফঃস্বলের কার্য্যও তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। পরীক্ষা প্রার্থণীয়।

টেলিফোন—‘৯৯৭ বড়বাজার’

প্রাপ্তিস্থান- ভূদেব পাবলিশিং হাউস,

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

অধি
ত্রমা
ক পত্র
বিচি
বরাধ
গুলে
আস

প্রীতি
প্রভু
থাকে
থাকে
ন হর
য়।
র'
ন,

Foundation Chenr
at the

کتابخانه

at the [unclear]

۱۱۱

~~276~~

at by a

208

1287

gold

23

12

拾 貳





